**:: ইন্ডিয়ায় মেডিকেল ভিসার জন্য আবেদন প্রণালী ::**

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই অনেক মানুষ উন্নত চিকিৎসা সেবা পাওয়ার জন্য ইন্ডিয়া যান। দেশের বাহিরে কম খরচে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকেরই মূল লক্ষ্য থাকে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন নামকরা চিকিৎসা কেন্দ্র। এ লেখার মূল উদ্দেশ্য যারা প্রথমবারের জন্য ইন্ডিয়ায় মেডিকেল ভিসার জন্য আবেদন করতে আগ্রহী, তাদের বিস্তারিত ভাবে সকল খুঁটিনাটি সহ একটি গাইড লাইন দেওয়া, যাতে করে চরম বিপদের মুহূর্তে সামান্য ভুল ত্রুটির কারনে কোন রুগীর চিকিৎসা সেবা পেতে বিলম্ব না হয় এবং কাউকে কোন বিভ্রান্তিতে বা অবাঞ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। লক্ষনীয় যে, পুরো গাইড লাইনটিই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, আশা করি গাইড লাইনটি সকলকে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে।

**মূলত ভিসা প্রোসেসিং এর কাজকে ৭ (সাত) ভাগে ভাগ করা যায়-**

১। বাংলাদেশি একজন ডাক্তার এর রেকমেন্ডেশান বা সুপারিশ জোগাড় করা

২। ইন্ডিয়ান একজন ডাক্তার এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করা

৩। অনলাইন এ ইন্ডিয়ান ভিসা আবেদন এর ফরম পূরণ করা

৪। ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করা

৫। সমস্ত দরকারি কাগজপত্র ঠিক ভাবে সাজানো

৬। ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশান সেন্টার এ লাইন দেওয়া

৭। ভিসার সমস্ত কাগজ জমা দেওয়া

**গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য-**

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশান সেন্টার সমগ্র বাংলাদেশে আছে মোট ১১টি, যার মধ্যে ৪টি ঢাকায় (মতিঝিল, ধানমন্ডি, গুলশান, উত্তরা) এবং বাকি ৭টি হচ্ছে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর এ। মেডিকেল এবং মেডিকেল এটেন্ডেন্স এর ভিসার আবেদন পত্র জমা নেওয়া হয় শুধু মাত্র ঢাকার গুলশান ভিসা সেন্টার এ সকাল ৯:৩০ টা থেকে এবং রাজশাহী তে সকাল ৮:০০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত। ভিসা প্রসেসিং ফী জন প্রতি ৬০০ টাকা করে। একজন রুগীর সাথে সর্বচ্চ ২ জন মানুষ (মেডিকেল এটেন্ডেন্ট) ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। মেডিকেল এটেন্ডেন্টস্ দের অবশ্যই রুগীর সাথে রক্তের সম্পর্কের (ফার্স্ট ব্লাড) অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের (স্পাউজ) হতে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশান সেন্টার এর অফিসিয়াল ওয়েব সাইট দেখুন এই লিঙ্ক এ -

<http://www.ivacbd.com/>

**প্রথম কাজঃ**

সবার প্রথম আপনাকে বাংলাদেশ এর একজন ডাক্তার এর রেকমেন্ডেশান বা সুপারিশ জোগাড় করতে হবে। সাধারণত যে ডাক্তার এর কাছে আপনি চিকিৎসা করাচ্ছেন তার থেকেই রেকমেন্ডেশান নেওয়া হয়, তবে অন্য যে কোন ভাল ডাক্তার (বেশ কয়েকটি ডিগ্রি ধারী এবং কিছুটা পরিচিত ডাক্তার হলে ভাল) থেকে আপনি রেকমেন্ডেশান নিতে পারেন। যে ডাক্তার থেকে রেকমেন্ডেশান নিবেন তাকে অবশ্যই রুগীর যে রোগ সেটার ডাক্তার হতে হবে। অর্থপেডিক্স এর রুগীর রেকমেন্ডেশান যেন গ্যাস্ট্রোলিভার এর ডাক্তার না দেন। রেকমেন্ডেশান ডাক্তার তার নিজের ডাক্তারি প্যাড এই লিখে দিবেন। সেখানে লিখা থাকবে এই রুগীর এই দেশে সকল সাম্ভাব্য চিকিৎসা করানো হয়েছে, কিন্তু তার উন্নত চিকিৎসা “অমুক হসপিটাল” (ইন্ডিয়ান যেকোন একটি হসপিটাল এর নাম) এ “অমুক ডাক্তার” (সেই হসপিটাল এর যে ডাক্তার এর কাছে আপনি চিকিৎসা করাবেন তার নাম) এর কাছে করানো সম্ভব, অনেকটা এ ধরনের। বাংলাদেশের ডাক্তার ইন্ডিয়ার যে ডাক্তার এর কাছে রেকমেন্ড করবেন আপনাকে সেই ডাক্তার এরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট যোগার করতে হবে। আপনি চাইলে বাংলাদেশি একজন ডাক্তার থেকে একাধিক ইন্ডিয়ান ডাক্তার এর রেকমেন্ডেশান নিতে পারেন তবে সব আলাদা আলাদা প্যাড এ। আপানি চাইলে ইন্টারনেট এ ইন্ডিয়ান বিভিন্ন হাসপাতাল এ খোঁজ নিতে পারেন এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন মেইল এর মাধ্যমে। অধিকাংশই এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে রিপ্লাই দিবেন। আপনি আপনার পছন্দের হাসপাতাল বা ডাক্তার এর নাম আপনার বাংলাদেশি ডাক্তারকে রেকমেন্ডেশানে উল্লেখ করে দিতে বলবেন, আর আপনার যদি কোন পছন্দ না থাকে তাহলে বাংলাদেশি ডাক্তারই একজনকে রেকমেন্ড করে দিবেন এবং কিভাবে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবেন তা বলে দিবেন।

**দ্বিতীয় কাজঃ**

এবার আপনাকে ইন্ডিয়ান ডাক্তার এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করতে হবে। সাধারণত বাংলাদেশে বিভিন্ন ইন্ডিয়ান হাসপাতাল এর এজেন্ট থাকেন, তারা আপনার জন্য ইন্ডিয়ান বিভিন্ন হাসপাতাল এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করে দিবেন – অবশ্যই বিনামূল্যে। এদের খোঁজ আপনাকে আপনার বাংলাদেশি ডাক্তারই দিয়ে দিবেন। যদি কোন কারনে না দেন অথবা আপনি নিজেই যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করতে চান তাহলে আপনাকে ইন্ডিয়ান সেই হাসপাতাল এর ওয়েবসাইট এ গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, তাদের কে ইমেইল করে কিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিবেন তা জিজ্ঞেস করতে হবে এবং সে ভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করবেন। আপনাকে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি ইমেইল করে পাঠিয়ে দিবে, আপনি তখন সেটার ১টি প্রিন্ট আউট বের করে নিবেন (কালার প্রিন্ট হলে ভাল এবং স্পষ্ট হতে হবে)। এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, আপনি কোন তারিখ এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছেন তা। ধরুন আপনি আজকে ১/১/২০১৬ তারিখ এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর জন্য আবেদন করলেন, আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটি পেতে আপনার সর্বনিম্ন ৭ দিন সময় লাগবে, ধরলাম আপনি ৭/১/২০১৬ তারিখ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর মেইল পেলেন, এর পর আপনি ভিসা অফিস এ তা জমা দিবেন, সেখানে ভিসা পেতে আপনার আরও সাত দিন লাগবে (সাধারণত ৪-৫ দিন পরে দেয়, কিন্ত সাপ্তাহিক ছুটি সহ ৭ দিনই ধরলাম) তাহলে আপনি ইন্ডিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হচ্ছেন ১৪/১/২০১৬ বা ১৫/১/২০১৬ তারিখ এ। তাই আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্টটি অবশ্যই তার পরের যে কোন তারিখ এ নিতে হবে। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর তারিখ যদি আগে হয়ে যায় তাহলে ভিসা অফিস বলবে আপনার তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর তারিখ চলে যাবে বা গেছে, আপনি আবার পরে আবেদন করুন, মানে বাড়তি ঝামেলা, তাই আগেই সেটা মাথায় রাখুন এবং সে অনুযায়ী অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর তারিখ ঠিক করুন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর জন্য আপনার যে যে কাগজ পত্র গুলো লাগবে তা হল –

(ক) রুগীর পাসপোর্ট এর প্রথম ২ পাতার স্ক্যান করা কপি (ছবির পাতা আর তার আগের নাম ঠিকানার পাতা, একসাথেই স্ক্যান করবেন)

(খ) রুগীর সাথে যারা যারা যাবেন অর্থাৎ রুগীর এটেন্ডেন্টস, প্রত্যেকের পাসপোর্ট এর প্রথম ২ পাতার স্ক্যান করা কপি

(গ) বাংলাদেশি ডাক্তার এর রেকমেন্ডেশান এর স্ক্যান করা কপি

(ঘ) রুগীর সমস্ত ডাক্তারি রিপোর্ট এবং প্রেস্ক্রিপশান এর স্ক্যান করা কপি

(ঙ) রুগী এবং রুগীর এটেন্ডেন্টস দের স্ক্যান করা ছবি। ছবির প্রস্থ এবং উচ্চতা অবশ্যই সমান হতে হবে। ছবির আকার [২ ইঞ্চি X ২ ইঞ্চি] অথবা [৫১ মি.মি. X ৫১ মি.মি] অথবা [৩৫০ পিক্সেল X ৩৫০ পিক্সেল] হতে হবে। ছবির সাইজ ১০-৩০০ কিলোবাইট এর মধ্যে হতে হবে এবং ছবির ফরমেট হতে হবে JPEG/JPG)

এই সমস্ত স্ক্যান করা কপি মেইল করতে হবে।

**তৃতীয় কাজঃ**

অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর এর কাজ হচ্ছে অনলাইন এ ভিসার জন্য আবেদন ফরম পূরণ করা এবং তা প্রিন্ট করা (কালার প্রিন্ট হলে ভাল এবং স্পষ্ট হতে হবে)। ফরম পূরণ এর জন্য পাসপোর্ট সাইজ এর ছবি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। ছবির প্রস্থ এবং উচ্চতা অবশ্যই সমান হতে হবে। ছবির আকার [২ ইঞ্চি X ২ ইঞ্চি] অথবা [৫১ মি.মি. X ৫১ মি.মি] অথবা [৩৫০ পিক্সেল X ৩৫০ পিক্সেল] হতে হবে। ছবির সাইজ ১০-৩০০ কিলোবাইট এর মধ্যে হতে হবে এবং ছবির ফরমেট হতে হবে JPEG/JPG) অনলাইন ফরম পূরণ করতে হবে এই লিঙ্ক এ -

<http://indianvisa-bangladesh.nic.in/visa/Registration>

অনলাইন ফরম পূরণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। যার কারনে বিভিন্ন প্রিন্ট-ফটোকপির দোকান এ অনলাইন ফরম পূরণ এবং প্রিন্ট আউট করা হয়। তাই ঝামেলা এড়ানো এবং সময় নষ্ট না করার জন্য এইসব দোকান থেকে অনলাইন ফরম পূরণ করে নেওয়া ভালো। বিভিন্ন দোকান হয়ত বিভিন্ন খরচে অনলাইন ফরম পূরণ এর কাজটি করে দিবে। গুলশান এ বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে যারা প্রতিটি ফরম পূরণ এবং প্রিন্ট আউট করার জন্য ২০০ টাকা করে নেয়।

মেডিকেল এবং মেডিকেল এটেন্ডেন্টস এর ভিসার জন্য কোন ই-টোকেন এর প্রয়োজন নেই। আপনি সরাসরি যে কোন দিন ফরম এবং জরুরি কাগজ-পত্র সহ ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন।

**চতুর্থ কাজঃ**

ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফরম প্রিন্ট করার পরের কাজ হচ্ছে পাসপোর্ট এর পিছনের পাতায় ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করা। প্রতি বার জন প্রতি সর্বনিম্ন ১৫০ ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করতে হবে। আপনি এক বছরে সর্বচ্চ ৫০০ ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করতে পারবেন। যেহেতু ভিসার মেয়াদ থাকে ৬মাস, সেহেতু এক বছরে দুইবার ভিসা নেওয়া সম্ভব। আপনি প্রথম বার ২০০ ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করলে, পরের বার ৩০০ ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আপনার এক বছরে একবার এর জন্য যাওয়াই যথেষ্ঠ অথবা আপনি প্রথম বারই ৫০০ ডলার (জন প্রতি) নিতে চাচ্ছেন তাহলে, ভিসার কাগজ জমা দেওয়ার প্রথমে ২০০ ডলার এবং ভিসা পাওয়ার পর ৩০০ ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করতে হবে।

এন্ডোর্সমেন্ট মূলত করা হয় প্রমাণ দেখার উদ্দেশ্যে যে আপনার বাহিরে থাকা এবং চিকিৎসা করানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে, এবং আপনি সন্ধেহজনক ভাবে অতিরিক্ত টাকা দেশের বাহিরে নিয়ে যাচ্ছেন না সেটি দেখার জন্য। কিন্তু আপনার চিন্তা করার কারন নেই, কারন আপনি যদি অতিরিক্ত ডলার সঙ্গে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু এয়ারপোর্ট এর কাস্টম্স এ সেটি প্রকাশ করার দরকার নেই, কেও জানতেও চাবে না যদিও আপনি কত ডলার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বাড়তি ঝামেলা এড়ানোর জন্য এই সামান্য “লুকোচুরি” টি করা লাগবে।

ডলার এন্ডোর্সমেন্ট আপনি ভিসা অফিস এর ভিতর, ব্যাংক অথবা মানি এক্সচেইঞ্জ থেকে করাতে পারবেন। মানি এক্সচেইঞ্জ থেকে ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করালে তারা আপনাকে নেট থেকে ডাউনলোড করা একটি রিসিট দিবে সেখানে মানি এক্সচেইঞ্জটির সিল থাকা লাগবে। পাসপোর্ট এ এন্ডোর্সমেন্ট এর সিল এর পাশাপাশি উক্ত রিসিটটিও আপনাকে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

আপনার যদি কোন ব্যাংক একাউন্ট থেকে থাকে তাহলে আপনার এন্ডোর্সমেন্ট করার কোন প্রয়োজন নেই। সে ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার ব্যাংক এর ওই সময় পর্যন্ত হিসাব পত্র এর ব্যাংক সিল সহ মূল কপি জমা দিতে হবে। আপনার যদি ইন্টারন্যাশনাল কোন ব্যাংক একাউন্ট থাকে তাহলে আপনি সেটিরও হিসাব পত্র দেখাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল, আপনি চাইলে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তে একটি একাউন্ট খুলতে পারেন। বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখা ঢাকাতে দিলকুশা এবং গুলশান এ রয়েছে, আর চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় রয়েছে। এই ব্যাংক এর সুবিধা হচ্ছে সমগ্র ইন্ডিয়াতে এদের এ.টি.এম. বুথ রয়েছে, তাই আপনি যে কোন জায়গা থেকে রুপী তুলতে পারবেন। আপনি বাংলাদেশ থেকে ডলার জমা দিবেন তা সেইদিন এর ডলার এর দাম অনুযায়ী রুপীতে পরিবর্তন হয়ে আপনার একাউন্ট এ জমা হবে। আপনার এক সাথে অনেক ডলার বহন করতে হবে না আর আপনার দরকার এর সময় অনায়াসে বাংলাদেশ থেকে ডলার আপনার একাউন্ট এ জমা করতে পারবে যা আপনি ইন্ডিয়া তে রুপীতে তুলতে পারবেন। আপনার যদি ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আসার পরও একাউন্ট এ অতিরিক্ত রুপী থেকে থাকে তা আপনি যেকোন সময় বাংলাদেশ থেকে টাকা/ডলার হিসেবে তুলতে পারবেন, তবে তা যে দিন তুলছেন সে দিন এর ডলার এর দাম হিসেবে তুলতে হবে।

**পঞ্চম কাজঃ**

ইন্ডিয়ান মেডিকেল ভিসা পাওয়ার \*\*\*সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ\*\*\* কাজ সমস্ত কাগজ পত্র জোগাড় করা এবং সঠিক ভাবে সেগুলো সাজিয়ে জমা দেওয়া। যেকোন একটি কাগজ বাদ পড়লে আপনাকে ভিসার আবেদন করতে দেওয়া হবে না, অথবা আবেদন পত্র জমা দিতে পারলেও আপনাকে ভিসা দেওয়া হবে না।

**দরকারি কাগজপত্র গুলো হচ্ছে –**

১। **পাসপোর্টঃ**

রুগী এবং রুগীর সাথে যারা যাবেন প্রত্যেক এর পাসপোর্ট এর মেয়াদ অবশ্যই যে দিন ভিসার জন্য আবেদন করবেন সে দিন থেকে নূন্যতম ৬ মাস পর্যন্ত বৈধ থাকতে হবে এবং পাসপোর্ট এ নূন্যতম ২টি খালি পেইজ থাকতে হবে। যদি পুরাতন পাসপোর্ট থাকে তাহলে সব পুরাতন পাসপোর্ট গুলো জমা দিতে হবে। একটিও পুরাতন পাসপোর্ট যেন বাদ না থাকে। আপনি যদি কখনো পুরাতন পাসপোর্ট হারিয়ে থাকেন তাহলে সেটির জন্য বৈধ কাগজ পত্র, পুলিশ এর কাছে কেইস ফাইল রিপোর্ট (আসল কপি এবং ফটোকপি) সহ জমা দিতে হবে । কিন্তু পুরাতন পাসপোর্ট হারানো গেলে আপনাকে কিছু ভোগান্তিতে পড়তে হবে।

নতুন পুরাতন সকল পাসপোর্ট এ আপনার নাম এবং জন্মের তারিখ একই হতে হবে এবং জাতীয়তা লিখা থাকতে হবে। যদি নাম অথবা জন্মের তারিখ আলাদা হয় তাহলে তা নোটারি করে সত্যায়িত করতে হবে এবং সেটি (আসল কপি এবং ফটোকপি) সহ জমা দিতে হবে। যদি পুরাতন পাসপোর্ট এ জাতীয়তা দেওয়া না থাকে তা হলে তা ভিসা অফিস এর ভিতর সংশোধন করতে হবে। সেটির জন্য আলাদা টাকা (৯০০-১০০০ টাকা এর মত) চার্জ করা হবে।

২। **বাংলাদেশি ডাক্তার এর রেকমেন্ডেশানঃ**

প্রত্যেক এর ইন্ডিয়ার যে হাসপাতাল এবং যে ডাক্তার এর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন, বাংলাদেশ এর ডাক্তার সেই ইন্ডিয়ান ডাক্তার এর নাম উল্লেখ করে যে রেকমেন্ডেশানটি দিয়েছেন শুধু মাত্র তা জমা দিতে হবে (আসল কপি এবং ফটোকপি)।

অন্য কোন রেকমেন্ডেশান থাকলে তা জমা দেওয়ার দরকার নেই।

৩। **সমস্ত ডাক্তারি রিপোর্ট এবং প্রেস্ক্রিপশানঃ**

প্রত্যেক এর রুগীর বাংলাদেশে করা সমস্ত ডাক্তারি রিপোর্ট এবং ডাক্তার এর প্রেস্ক্রিপশান সব জমা দিতে হবে (সবগুলো আসল কপি এবং সবগুলোর ফটোকপি)। প্রেস্ক্রিপশান এবং রিপোর্ট যত বেশি দেওয়া যায় ততই ভাল। অল্প রিপোর্ট জমা দেওয়ার কারনে অনেকেরই ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়।

৪। **ইন্ডিয়ার ডাক্তার এর অ্যাপয়েন্টমেন্টঃ**

প্রত্যেক এর ইন্ডিয়ান ডাক্তার এর যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি আপনি পেয়েছেন তার কপি (প্রিন্ট করা) জমা দিতে হবে।

৫। **অনলাইন ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফরমঃ**

প্রত্যেক এর অনলাইন এ যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফরমটি পূরণ করেছেন তা জমা দিতে হবে (প্রিন্ট করা কপি)।

৬। **পাসপোর্ট সাইজ ছবিঃ**

প্রত্যেক এর ২ ইঞ্চি X ২ ইঞ্চি আকারের ২টি পাসপোর্ট সাইজ ছবি নিয়ে নিবেন।

৭। **ভোটার আইডি কার্ড / জন্ম নিবন্ধন পত্র এর ফটোকপিঃ**

প্রত্যেক এর ভোটার আইডি কার্ড এর ফটোকপি অথবা ভোটার আইডি কার্ড না থাকলে জন্ম নিবন্ধন এর ফটোকপি জমা দিতে হবে। ভোটার আইডি কার্ড জমা দেওয়া লাগবে না, কিন্তু জন্ম নিবন্ধন হলে আসল এবং ফটোকপি দুটোই জমা দিতে হবে।

৮। **বিদ্যুৎ বিল এর কাগজঃ**

প্রত্যেক এর বিগত ৬ মাস এর মধ্যে দেওয়া বিদ্যুৎ বিল এর কাগজ জমা দিতে হবে (আসল কপি এবং ফটোকপি)। যদি সবাই একই ঠিকানায় থেকে থাকেন তা হলে এটেন্ডেন্টস দের শুধু মাত্র ফটোকপি এবং রুগীর আসল কপি এবং ফটোকপি দুটোই জমা দিতে হবে।

৯। **কর্মক্ষেত্রের প্রমানঃ**

প্রত্যেক এ যেখানে কর্মরত রয়েছেন সেখানকার এপোয়েন্টমেন্ট লেটার, আইডি কার্ড এবং ভিজিটিং কার্ড এর ফটোকপি (যদি ছাত্র হয়ে থাকেন তাহলে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড এর ফটোকপি) জমা দিতে হবে।

এছাড়াও প্রত্যেক এর অফিস থেকে যে কয়দিন ইন্ডিয়া থাকতে হবে সে কয় দিন এর ছুটির আবেদন পত্র মঞ্জুর এর কপি জমা দিতে হবে (আসল কপি এবং ফটোকপি)।

১০। **এন্ডোর্সমেন্ট/ ব্যাংক একাউন্ট এর কাগজঃ**

প্রত্যেক এর এন্ডোর্সমেন্ট এর কাগজ জমা দিতে হবে। যদি মানি এক্সচেইঞ্জ থেকে করে থাকেন তাহলে নেট থেকে ডাউনলোড করা মানি এক্সচেইঞ্জ এর সিল সহ রিসিট এর কপি জমা দিতে হবে (আসল কপি এবং ফটোকপি)। যদি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর কাগজ অথবা ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড এর কাগজ দেখাতে চান তাহলে ব্যাংক এর সীল সহ আসল কপি এবং ফটোকপি দুটোই জমা দিতে হবে।

১১। **রুগীর সাথে সম্পর্কের প্রমানঃ**

রুগীর সাথে যারা যারা যাবেন তারা যে রুগীর সাথে সম্পর্কীয় তার প্রমাণ দেখাতে হবে। যদি রুগী বাবা অথবা মা যেই হন না কেন, তাদের সাথে তাদের ছেলে/মেয়েরা যদি যেতে চা্ন রুগীর এটেন্ডেন্টস হিসেবে তাহলে প্রত্যেক ছেলে/মেয়ের আবেদন পত্রের সাথে তাদের বাবা-মা উভয় এরই ভোটার আইডি কার্ড এর ফটোকপি জমা দিতে হবে এবং রুগীর আবেদন পত্রের সাথে সকল এটেন্ডেন্টস এর ভোটার আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধন পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

রুগীর সাথে যদি তার ভাই-বোন যেতে চান, তাহলে রুগী এবং এটেন্ডেন্টস প্রত্যেকেরই তাদের বাবা-মা এর ভোটার আইডি কার্ড এর ফটোকপি জমা দিতে হবে এবং রুগীর আবেদন পত্রের সাথে সকল এটেন্ডেন্টস এর ভোটার আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধন পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

রুগী ছেলে অথবা মেয়ে যেই হোক না কেন যদি সাথে বাবা-মা যেতে চান তা হলে বাবা-মা এবং রুগীর প্রত্যেকের সাথে বাবা-মা এবং ছেলে/মেয়ে (রুগীর) এর ভোটার আইডি কার্ড অথবা জন্ম নিবন্ধন পত্রের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

রুগীর সাথে যদি তার ভাই/বোন এর ছেলে/মেয়ে যেতে চান তাহলে রুগীর ভাই/বোন এর ভোটার আইডি কার্ড এর ফটোকপি রুগী এবং এটেন্ডেন্টস প্রত্যেকের সাথে জমা দিতে হবে।

**যে ভাবে কাগজপত্র গুলো সাজাবেন-**

রুগীর পাসপোর্ট এর পিছনের মোটা কাগজটিতে সকল আসল কাগজ পত্র, ডাক্তারি রিপোর্ট, প্রেস্ক্রিপশান সব কিছু এক সাথে স্ট্যাপ্লার দিয়ে পিন আটকাতে হবে। সব আসল কাগজ পত্র যেন পাসপোর্ট এর পিছনে লাগান থাকে, কোন অবস্থাতেই আলাদাভাবে আসল কাগজ পত্র জমা দেওয়া যাবে না, তা হলে সেগুলো আর ফেরত পাওয়া যাবে না। রুগীর সব কাগজ এর ফটোকপির ১ সেট এক সাথে পিন এ আটকানো থাকতে হবে। ফটোকপির সেট আলাদা জমা দেওয়া লাগবে। ফটোকপির সেটটি ভিসা অফিস জমা রেখে দিবে। ফটোকপির সেটটির সাথেই মূল ভিসা আবেদন ফরমটি জমা দিতে হবে।

এটেন্ডেন্টসদের ক্ষেত্রে তাদের পাসপোর্ট এবং সকল কাগজ পত্র, রেকমেন্ডেশান, এপোয়েন্টমেন্ট লেটার, রুগীর সমস্ত ডাক্তারি রিপোর্ট এবং প্রেস্ক্রিপশান এর ফটোকপির সেট বানাতে হবে। এটেন্ডেন্টস দুইজন হলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা সেট। এটেন্ডেন্টসদের নিজেদের যে সব আসল কাগজ পত্র থাকবে সেগুলো তাদের নিজেদের পাসপোর্ট এর পিছনের মোটা কাগজটিতে স্ট্যাপ্লার দিয়ে পিন আটকাতে হবে।

আসল কাগজ পত্র গুলো বাসা থেকে আলাদা করে নিয়ে যাবেন, ভিসা সেন্টারেই তারা সেগুলোর সিরিয়াল (কোন কাগজ এর পর কোন কাগজ রাখবেন তা) বলে দিবে, সেই অনুযায়ী ভিসা সেন্টার এর মধ্যেই স্ট্যাপ্লার দিয়ে পিন আটকাবেন। বাসা থেকে পিন আটকিয়ে নিয়ে গেলে খুলতে হতে পারে তাই সেই ঝামেলায় না পড়াই ভালো।

তাহলে কাগজ পত্র গুলো এভাবে সাজানো থাকতে হবে-

(ক) পাসপোর্ট এর পিছনের মোটা কাগজটিতে সকল আসল কাগজ পত্র একসাথে পিন আপ করা

(খ) ফটোকপি সেট এবং ভিসার আবেদন এর ফরম

(গ) যদি পুরাতন পাসপোর্ট থাকে তাহলে নতুন পাসপোর্ট এর পিছনের মোটা কাগজ এর সাথে পুরাতন পাসপোর্ট টির সামনের মোটা কাগজ স্ট্যাপ্লার দিয়ে পিন আটকাতে হবে। এভাবে যত গুলো পাসপোর্ট থাকবে নতুন থেকে পুরাতন এই ক্রমান্বয়ে স্ট্যাপ্লার দিয়ে একসাথে আটকাতে হবে এবং সবার শেষে যে পাসপোর্টটি থাকবে তার পিছনের মোটা কাগজ এর সাথে আসল কাগজ পত্র স্ট্যাপ্লার দিয়ে পিন আটকাতে হবে।

**ষষ্ঠ কাজঃ**

সকল কাগজ পত্র ঠিক ভাবে সাজানো হলে এর পরের কাজ ভিসা অফিস এ লাইন দেওয়া। ভিসার আবেদন জমা দিতে শুধু মাত্র একজনই ঢুকতে পারে। অর্থাৎ একজন রুগী এবং তার সাথে যদি দুইজন এটেন্ডেন্টস যেতে চান, তাহলে এটেন্ডেন্ট দের মধ্যে যে কোন একজন ৩ জনেরই পাসপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজ পত্র সহ ভিসা অফিসে ঢুকতে পারবে এবং আবেদন পত্র জমা দিতে পারবেন। রুগীকে ভিসার আবেদন জমা দেওয়ার জন্য যেতে হবে না। প্রত্যেক ভিসা অফিসে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেডিকেল ভিসার আবেদন জমা নেওয়া হয়। এ কারনে একদম ভোর থেকেই মানুষ লাইন দিয়ে ভিসা সেন্টার এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। মেডিকেল এবং মেডিকেল এটেন্ডেন্টস এর ভিসার আবেদন আগে আসলে আগে জমা নেওয়া হয় ভিত্তিতে গ্রহন করা হয়। ভিসার আবেদন জমা নেওয়া শুরু হয় সকাল ৯:৩০ টা থেকে, তবে আপনি যদি আবেদন পত্র জমা দিতে চান তা হলে একদম ভোর বেলা তেই ভিসা সেন্টার এ গিয়ে লাইন ধরুন। অনেকেই সারা রাত লাইন এ দাঁড়িয়ে থাকে ভিসার আবেদন জমা দেওয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে আপনি চাইলে দালাল ও ধরতে পারেন। প্রত্যেক ভিসা সেন্টারেই বেশ কিছু দালাল চক্র থাকে এরা সারা রাত লাইন এ দাঁড়িয়ে থেকে সিরিয়াল ধরে রাখে এবং সেই সিরিয়াল গুলো বিক্রি করে। এরা যার কাছ থেকে যা নিতে পারে সেভাবে দরদাম করে। দালাল যদি ধরতে না চান তা হলে একদম ভোর ৪টার সময় গিয়েই লাইন ধরুন।

**সপ্তম কাজঃ**

সব কিছু ঠিকঠাক মত করে থাকলে আপনি ইন্ডিয়ান ভিসা সেন্টার এ ঢুকতে পারবেন এবং সেখানেও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ভিসার আবেদন জমা দিতে পারবেন। ভিসার আবেদন জমা নেওয়ার সময় কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে থাকে যেমন রুগীর কি সমস্যা, রুগীর সাথে আপনার সম্পর্ক কি, কোথায় নিয়ে যাবেন এ ধরনের। ভিসা জমা দেওয়ার সাধারণত ৪-৫ দিন পর একটি তারিখ দেওয়া হয় যে দিন আপনি আপনার পাসপোর্ট এবং সকল আসল কাগজ পত্র (যদি পাসপোর্ট এর পিছনে পিন করেন) ফেরত পাবেন। যদি আপনার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে পাসপোর্ট এর ভিতর ইন্ডিয়ান ভিসার কাগজটি দেখতে পাবেন।

**আরও মনে রাখুন-**

গুলশান ভিসা সেন্টার শুক্রুবার বন্ধ থাকে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া শুক্রু-শনিবার বন্ধ থাকে। ভিসা ফি ৬০০ টাকা ভিসা সেন্টার এর ভিতরই জমা নেওয়া হয়। টাকা জমা নেওয়ার পর আপনার মোবাইলে ১টি কনফারমেশান মেসেজ পাঠানো হয়। আপনি ভিসা পাওয়ার পর ইন্ডিয়ায় যেকোন স্টেট এ যে কোন হাসপাতাল এ পছন্দমত ডাক্তার এর কাছে চিকিৎসা করাতে পারবেন। আপনি যে ডাক্তার এর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন শুধু মাত্র তাকেই দেখাতে পারবেন, অথবা শুধু মাত্র সেই স্টেট এই থাকতে হবে এমন কোন বাঁধা নেই। আপনি ইন্ডিয়ার যে হাসপাতাল থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন তাদের যদি আগে থেকে আপনি কবে ইন্ডিয়ায় পৌঁছাবেন তা জানিয়ে রাখেন তা হলে তারাই আপনাকে তাদের হাসপাতালের গাড়িতে করে আপনাকে এয়ারপোর্ট/স্টেশান থেকে নিয়ে যাবেন, এবং আপনি যে দিন বাংলাদেশে ফেরত আসবেন সে দিনও তারা আপনাকে এয়ারপোর্ট/স্টেশান এ নামিয়ে দিবেন। ভিসা জমা দেওয়ার জন্য রুগীর সবচেয়ে নিকটবর্তী আত্মীয়ের যাওয়া উচিৎ। মহিলা এবং পুরুষ দের আলাদা আলাদা লাইন থাকে, একজন পুরুষ এর পর একজন মহিলা এভাবে লাইন অগ্রসর হয়। ভিসার আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় সঙ্গে করে কিছু বাড়তি টাকা রাখা উচিৎ। ভিসা সেন্টার এ দরকার হতে পারে।

সব শেষে, একেবারে পুরোপুরি সকল প্রস্তুতি নিয়ে ভিসা জমা দিতে যাওয়া উচিৎ, কারন খুব সামান্য কারনেও আপনাকে অনেক বেশি ভোগান্তির স্বীকার হওয়া লাগতে পারে।

সবার জন্য শুভ কামনা রইল।

::: :::